যায়যায়দিন

তারিখ ... 12 JAN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ......

জাবির ৩৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ

আদনান মনোয়ার হুসাইন জাবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ। ১৯৭১ সালের এ দিনে ঢাকার অদূরে সাভারে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়টি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্টাফ, বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি আনন্দের ও গৌরবের।

১৯৭০ সালের ২০ আগস্ট জাবি প্রতিষ্ঠা হলেও পরের বছর ১২ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। প্রথম ব্যাচে ১৫০ ছাত্রছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করে অর্থনীতি, ভূগোল, গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাগ। বর্তমানে চারটি ফ্যাকাল্টির ২৬টি বিভাগে শিক্ষার্থী রয়েছেন প্রায় ১০ হাজার। শিক্ষক রয়েছেন ৪০০ জন। ছাত্রদের ছয়টি এবং ছাত্রীদের পাঁচটি হল নিয়ে মোট ১১টি আবাসিক হল রয়েছে। জাবি এখন পর্যন্ত দেশের একমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়।

শুরুতে কিছু সুনির্বাচিত বিষয়ে উচ্চমানের শিক্ষাদান ও গবেষণার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলেও বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় সে লক্ষ্য থেকে সরে এসেছে। বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে জাবি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিছিয়ে পড়ছে। যথাযথ পরিকল্পনা ছাড়া অনেক বিভাগ খোলা হয়েছে যেগুলোতে ভৌত সুযোগ-সুবিধা ও উপকরণ স্বল্পতায় বিঘ্নিত হচ্ছে শিক্ষার মান। বেশিরভাগ বিভাগেই রয়েছে প্রকট সেশনজট। এছাড়া শিক্ষক রাজনীতির কারণে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিক্ষার পরিবেশ। এসব সমস্যা সত্ত্বেও জাবি শিক্ষার মান ও পরিবেশের দিক দিয়ে দেশের প্রথম দুই বা তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অবস্থান করছে। এ অর্জন সম্ভব হয়েছে কিছু নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের গুণেই। গর্ব করার মতো অনেক কিছুই রয়েছে জাবির। দেশে একমাত্র জাবিতে রয়েছে নাটক বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ বিভাগ, রয়েছে প্রত্নসম্পদ বিষয়ক বিভাগ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি রয়েছে চোখে পড়ার মতো স্থাপত্য শৈলীর ভবন। রয়েছে গ্রিক স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত দেশের একমাত্র ওপেন এয়ার থিয়েটার মুক্তমঞ্চ। রয়েছে ভাষা আন্দোলনের স্মারক অমর একুশে ও স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মারক সংশপ্তক। দেশের সর্বোচ্চ শহীদ মিনার নির্মিত হয়েছে এ ক্যাম্পাসে। অসাম্প্রদায়িক ও সম্প্রীতির চেতনাবাহী ক্যাম্পাস হিসেবে জাবির রয়েছে আলাদা সুনাম। শীতকালে জাবির লেকগুলোয় দেশ-বিদেশ থেকে উড়ে আসে অতিথি পাখির দল।

এ বছর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে প্রশাসন মাত্র একটি র‍্যালির আয়োজ করেছে। আজ সকাল ১০ট জীববিজ্ঞান অনুষদ চত্বরে র‍্যালি উদ্বোধন করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী ভিসি অধ্যাপক মোহাম্মদ মু নরুজ্জামান। সর্বশেষ ২০০৫ সালে আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়।